# কিংশুক

## ভাগ – 2

## শ্রেণি - IV

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

**বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা**

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

@ বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযান ঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

# প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে
*নির্দেশক,*
বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

## দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপনির্দেশক
  তিরহুত প্রমন্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** -- শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* ড. **শ্বেতা শান্ডিল্য** -- শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** -- নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পান্ডেয়** -- কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

***সংযোজক :***

**ড০ স্নেহাশিস দাস** — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার পাটনা

## বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

**পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়,** অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

**ড০ বীথিকা সরকার,** শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (প্রতিবেদক)

**ড০ সাধনা রায়,** অধ্যাপক কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

**ড০ শুভ্রা চৌধুরী,** সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ বালিকা দ্বাদশীয় বিদ্যালয়, পাটনা

**কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য,** সহশিক্ষক, মারোয়ারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাটনা ।

**গৌরদাস বর্মণ,** প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ

**শঙ্কর কুমার সরকার,** সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝরিয়া কলোনী, বেতিয়া,

**শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী,** সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

**অনিতা মল্লিক,** সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

**ড০ শামা পরভীন,** সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্যবিদ্যালয় পালি, বিহিটা,

***সমীক্ষক***

**ড০ শুভ্রা গুপ্ত** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি. আর. এ. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফ্ফরপুর,

**ড০ মায়া ভট্টাচার্য** ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

# মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

**হাসান ওয়ারিস**

*নির্দেশক*

**রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,**

**পাটনা, বিহার**

# সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে চতুর্থ শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হোল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদি ধারনা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ভাবধারা, মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা-সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠবোধ'।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণের করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটারে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল। যেমন — রু - রু, রূ - রূ, শু - শু, স্তু - স্তু, ক্ত - ক্ত, ঙু - ঙু, ঙ্গ - ঙ্গ, ন্ধ - ন্ধ, বাড়ী - বাড়ি, পাখী - পাখি, শ্রেণী - শ্রেণি, কাহিনী - কাহিনি ইত্যাদি।
জেনে রেখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ 'পাঠ পরিচয়' ও 'পাঠবোধ' এ দেওয়া হোল। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে।
'কি' এবং 'কী' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন, কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি যাবে কি ? উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন — তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর — চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কিংশুক' রাখা হয়েছে । কুঁড়ি বিকশিত হয়ে পরবর্তী স্তরে ফুলে পরিণত হয়। 'কোরক' যে শিশুদের পাঠ্য তার পরবর্তী স্তর কিংশুক । কিংশুকের অর্থ পলাশ ফুল । পলাশ ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল । রঙটি জীবনের অফুরন্ত শক্তির দ্যোতক । পলাশ গাছ সাধারণতঃ জন্মায় কঠিন মাটির ওপর । মাটির কঠোরতা তার স্বাভাবিক পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না । আমাদের দেশে শিশুরাও বেড়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করে । তাদের কথা মনে রেখেই এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা - নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে । পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব ।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্ত বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

**বীথিকা সরকার**

# কোথায় কী আছে


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| 1. **শিশুর প্রার্থনা**<br>*অন্নদাশঙ্কর রায়* | (কবিতা) | 1 – 4 |
| 2. **কে বড়**<br>*উপনিষদের কাহিনী* | (গল্প) | 5 – 10 |
| 3. **রবিবার**<br>*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* | (কবিতা) | 11 – 14 |
| 4. **কুয়োর ব্যাঙ**<br>*সংকলিত* | (গল্প) | 15 – 21 |
| 5. **শকুন্তলা**<br>*অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর* | (গল্প) | 22 – 28 |
| 6. **আদর্শ ছেলে**<br>*কুসুমকুমারী দাশ* | (কবিতা) | 29 – 32 |
| 7. **চিড়িয়াখানা**<br>*লীলা মজুমদার* | (রচনা) | 33 – 40 |
| 8. **কাজলা দিদি**<br>*যতীন্দ্র মোহন বাগচি* | (কবিতা) | 41 – 43 |
| 9. **শীলভদ্র**<br>*(সংকলিত)* | (রচনা) | 44 – 49 |
| 10. **বাণিজ্যেতে যাব**<br>*আশরফ সিদ্দিকি* | (কবিতা) | 50 – 53 |
| 11. **অবাক জলপান**<br>*সুকুমার রায়* | (নাটক) | 54 – 62 |

| | | |
|---|---|---|
| **12. মিথ্যে কথা**<br>*শঙ্খ ঘোষ* | **(কবিতা)** | 63 – 66 |
| **13. গান্ধিজী ও আনোয়ার**<br>*( সংকলিত )* | **(গল্প)** | 67 – 72 |
| **14. ভাই বোন**<br>*সামসুল হক* | **(কবিতা)** | 73 – 75 |
| **15. চুপিরাম**<br>*রেবন্ত গোস্বামী* | **(গল্প)** | 76 – 84 |
| **16. ছাপাখানার জন্ম**<br>*দেবাশিস্ ঘোষ* | **(রচনা)** | 85 – 91 |
| **17. ঝুমির ইচ্ছা**<br>*নরেশ গুহ* | **(কবিতা)** | 92 – 96 |
| **18. ষাঁড় গাধা ছাগলের কথা**<br>*সুকান্ত ভট্টাচার্য* | **(গল্প)** | 97 –102 |
| **19. লক্ষ টাকার গাছ**<br>*গুরুচরণ সামন্ত* | **(রচনা)** | 103 – 108 |
| **20. বাবার চিঠি**<br>*বুদ্ধদেব বসু* | **( কবিতা)** | 109 – 112 |
| **21. জানে শুধু মা**<br>*কৃষ্ণদয়াল বসু* | **( গল্প)** | 113 – 118 |
| **22. টুপুর যখন পড়ুয়া**<br>*প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়* | **( কবিতা)** | 119 – 121 |
| **23. ছবি ও গল্প**<br>*সুকুমার রায়* | | 122 – 122 |